বিষয়ঃ The Grameen Bank Ordinance, 1983 (Ordinance No. XLVI of 1983) রহিত করে গ্রামীণ ব্যাংক আইন, ২০১৩ বাংলায় প্রণয়ন।

ভূমিকা

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে ঋণ বিতরণ পদ্ধতির আওতায় আনয়নের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্পের আওতায় ১৯৭৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমের সূচনা হয়। একটি পর্যায়ে (১৯৭৯ সালে) কেন্দ্রীয় ব্যাংকও প্রকল্পটিকে সহায়তা প্রদান করে। বাংলাদেশ সরকার এ প্রকল্পকে ব্যাংকে রূপান্তর করে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে একটি নতুন দিগন্ত উম্মোচনের উদ্যোগ নেয়। ফলশ্রুতিতে ঋণ এবং সঞ্চয় ভিত্তিক সমাজ কাঠামোকে যুগোপযোগী ও টেকসই রূপ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে একটি অধ্যাদেশ বলে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশটি ১৯৮৬, ১৯৯০ এবং ২০১২ সালে সংশোধিত হয়।

৩০ নভেম্বর, ২০১০ তারিখে নরওয়ীয় রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে গ্রামীণ ব্যাংক ও ড. মোহাম্মদ ইউনুস এর উপর ''ক্ষুদ্র ঋণের ফাঁদে'' শিরোনামে একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রচারিত হয়। প্রামান্য চিত্রের একাংশে নোরাড কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান হতে ১০ কোটি মার্কিন ডলার ড. মোহাম্মদ ইউনুস -এর নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে সরানো হয়েছে মর্মে তথ্য প্রকাশিত হয়। বিষয়টি দেশী বিদেশী অন্যান্য পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয় এবং বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ প্রেক্ষিতে সরকার বিষয়টি পরীক্ষা নীরিক্ষা করার জন্য ১০-০১-২০১১ তারিখে একটি রিভিউ কমিটি গঠন করে। রিভিউ কমিটি ২৫-০৪-২০১১ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত প্রতিবেদনে নোরাডসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান/ঋণের অর্থ দ্বারা গঠিত সোসাল এডভান্সমেন্ট ফান্ড (এসএএফ) হতে গ্রামীণ কল্যাণ নামীয় একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে অর্থ স্থানান্তর করা হয় মর্মে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে নরওয়ীয় কর্তৃপক্ষের আপত্তির মুখে এ অর্থ (নোরাড হতে প্রাপ্ত অর্থের গ্রামীণ কল্যাণ কে প্রদত্ত অংশ) প্রত্যার্পণ করা হয়। রিভিউ কমিটির প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশ অনুযায়ী গ্রামীণ ব্যাংকের যাবতীয় বিষয়াবলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ/পরামর্শ প্রদানের জন্য ১৫-০৫-২০১২ তারিখ গ্রামীণ ব্যাংক কমিশন গঠন করা হয়।

পূর্বেকার রিভিউ কমিটির প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ১৯৯৯ সালে অধ্যাপক ইউনুস -এর নিজের রচিত এবং প্রকাশিত চাকুরী বিধিমালা অনুসরণ না করে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ অধ্যাপক ইউনুস -কে ৬০ বছরের পরে অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিযুক্তি দেয়। গ্রামীণ ব্যাংক এই নিযুক্তির বিষয়ে বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ করেনি। এই অনিয়মিত নিযুক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯৯৯ সালেই তাদের পরিদর্শনকালে মন্তব্য রাখে। কিন্তু যেহেতু সরকার বা পরিচালনা পর্ষদ অধ্যাপক ইউনুসকে

কখনও কোন বিষয়ে প্রশ্ন করার থেকে বিরত থাকে তাই এক দশকের বেশি সময় এব্যাপারে কেউ উচ্চবাচ্য করেননি। ২০১০ সালে নরওয়ে টেলিভিশনে একটি প্রোগ্রামের ফলে এ বিষয়টি সামনে আসে এবং তখন এ বিষয়ে তদন্তের নানা দাবি উঠে। এরই প্রতিফলন হিসেবে ২০১১ সালে অধ্যাপক ইউনুসকে এই বিষয়টি সুরাহা করার জন্য পদত্যাগ করতে বলা হয়। অধ্যাপক ইউনুস তখন আদালতের আশ্রয় নেন। আদালত তাঁর আবেদন খারিজ করে দিলে তিনি ১২-০৫-২০১১ তারিখে পদত্যাগ করেন। কিন্তু তার পরেই তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম ব্যাহত হয় এমন নানা কাজে লিপ্ত হন। তিনি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, সরকার গ্রামীণ ব্যাংক দখল করতে চায় এবং এ ব্যাংকের মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যাহত করতে চায়। প্রকৃত পক্ষে এ অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই কারণ ড. মোহাম্মদ ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংক হতে পদত্যাগ করার পর দু'বছরের অধিককাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সরকার এ ধরণের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

সামরিক শাসনামলে জারীকৃত সকল অধ্যাদেশ মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বাতিল ঘোষিত হওয়ায় এবং এর পরবর্তীতে অনুরুপ বাতিলকৃত অধ্যাদেশ হাল নাগাদকরণ পূর্বক বাংলা ভাষায় আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে The Grameen Bank Ordinance, ১৯৮৩ রহিত করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলা ভাষায় গ্রামীণ ব্যাংক আইন, ২০১৩ প্রণয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । এরই প্রেক্ষিতে গ্রামীণ ব্যাংক আইন, ২০১৩ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতঃ এ আইনটি বিল আকারে সংসদে উপস্থাপন করা হয়। এ বিলে যে সকল বিষয়ে সংশোধন আনা হয়েছে তার সাথে বিদ্যমান অধ্যাদেশ -এর সাথে তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন করা হয়নি। মূলতঃ মূল অধ্যাদেশ এবং ইতোপূর্বে ০৩(তিন) বার সংশোধনের মাধ্যমে যে পরিবর্তন করা হয়েছে তা সহ সামগ্রিকভাবে বাংলায় আইন প্রণয়ন করে সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। ড. মোহাম্মদ ইউনুস এ আইন সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য/প্রশ্ন উপস্থাপন করছেন যা মূলত ভিত্তিহীন। সংযুক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে ড. মোহাম্মদ ইউনুস-এর বক্তব্যের কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বর্তমান সংশোধনের মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপঃ

(১) সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বাংলায় প্রণয়ন করতে হবে

(২) অনুমোদিত ও পরিশোধিত মুলধন সম্বন্ধে মন্ত্রণালয় যে সব আদেশ ২০০৯ সালের আগে প্রদান করে কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি তা তোলে ধরা হয়েছে। বিবেচ্য আইনে অনুমোদিত মুলধন হচ্ছে এক হাজার কোটি এবং পরিশোধিত মুলধন হচ্ছে ৩০০ কোটি টাকা। এতে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য যারা এতদিন শেয়ার কিনতে পারেন নি তারা সবাই শেয়ার কিনতে পারবেন।

(৩) নির্বাচিত শেয়ার হোল্ডারদের পদশূণ্য হলে তাদের নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত বোর্ড সভার কোরাম কমে হবে তিনজনে। অন্য সময়ে তার সংখ্যা বর্তমানে যা আছে তাই থাকবে।

(৪) সার্টিফিকেট মামলা দায়েরের মাধ্যমে বকেয়া আদায় নিয়ে নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে বলে এই ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে কোন কর্মকর্তার পরিবর্তে জোনাল ম্যানেজার বা তদূর্ধ কর্মকর্তার হাতে দেওয়া হয়েছে।

সংযুক্ত প্রতিবেদন

১৯৮৩ সালের গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ সংশোধন।

এই অধ্যাদেশ সংশোধন হয় মাত্র তিন বার। ১ম সংশোধনী হয় ১৯৮৬ সালে; ২য় সংশোধনী হয় ১৯৯০ সালে এবং ৩য় একটি সংশোধনী হয় ২০১২ সালে।

১৯৮৬ সালে মাত্র ৪টি ধারায় সংশোধনী হয়। ১ম সংশোধনী হয় ৭ ধারায়। সেখানে পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ৩ কোটি থেকে ৭ কোটি ২০ লাখে বর্ধিত করা হয়। একই সঙ্গে সরকারি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ৬০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়। এবং ব্যাংক ঋণ গ্রহণকারীদের শেয়ার ৪০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ করা হয়। যেখানে শর্ত থাকে যে, তার ২০ শতাংশ মহিলা হলে ভাল। ২য় সংশোধনীটি হয় ৯ ধারায় পরিচালনা পর্ষদ সম্বন্ধে। সরকার তখন শুধুমাত্র নির্বাহী পরিচালক ও তিন জন অতিরিক্ত সদস্য নিযুক্তির অধিকার রাখে এবং বাকী ৯ জন ঋণগ্রহীতা শেয়ার হোল্ডারদের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তি হন। ৪নং সংশোধনে বলা হয় যে, সরকার নিযুক্ত পরিচালকদের মধ্য থেকে নির্বাহী পরিচালক ছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তিকে পরিষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করবে সরকার।

১৯৯০ সালে তেরোটি ধারায় সংশোধন করা হয়। প্রথম সংশোধনী হয় ৮ ধারায়। তাতে সরকারের দিক-নির্দেশনা দানের ক্ষমতা বাদ দিয়ে বলা হয় যে, ব্যাংক শুধু জনস্বার্থের কথা বিবেচনায় রেখে বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ সম্পাদন করবে। এবার দ্বিতীয় সংশোধনীটি হয় পরিচালনা পর্ষদ সম্বন্ধে ৯ ধারায়। সেখানে বলা হয় যে, নির্বাহী পরিচালক হবেন একজন পদাধিকারবলে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য। আর অন্যদের মধ্যে থাকবেন সরকার নিযুক্ত তিন জন এবং ঋণ গ্রহণকারী শেয়ার হোল্ডারদের মধ্য থেকে ৯ জন। এই সংশোধনে নির্বাহী পরিচালকের কোন ভোটাধিকার রাখা হয় নি। তৃতীয় সংশোধনী হয় ১০ ধারায়। এবং তাতে বলা হয় যে, সরকার নিযুক্ত পরিচালকদের মধ্যে একজনকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হবে। চতুর্থ সংশোধনী হয় ১৪ ধারায় নির্বাহী পরিচালক সম্বন্ধে। এখানে নির্বাহী পরিচালককের নিযুক্তি প্রক্রিয়া বদলানো হয়। বলা হয় যে পরিচালনা পর্ষদ একটি বাছাই কমিটি নিয়োগ করবে এবং তারা একটি প্যানেলকে মনোনয়ন দেবেন এবং সেখান থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন নিয়ে একজনকে নিযুক্তি দেওয়া হবে। পঞ্চম সংশোধনী হয় ১৫ ধারায়। সেখানে পরিচালকগণের দায়িত্ব প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়। ষষ্ঠ সংশোধনী হয় ১৬ ধারায়। যেখানে বলা হয় যে, পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বা সরকার নিযুক্ত সদস্যরা সরকারের কাছে লিখিত পদত্যাগপত্র দিয়ে

পদত্যাগ করতে পারবেন তবে তাদের পদত্যাগপত্র গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকবেন। ঠিক একইভাবে নির্বাহী পরিচালক এবং নির্বাচিত সদস্যরা পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত পদত্যাগপত্র দিয়ে পদত্যাগ করবেন। সপ্তম সংশোধনীটি হয় ১৯ ধারায়। যেখানে ব্যাংকের কার্যাবলীর বিবরণ দেয়া আছে। পরিবর্তন হয় ৬টি উপধারায়। e, f, g, h, nn এবং p । অষ্টম সংশোধনীটি হয় হিসাব বিষয়ে ২২ ধারায়। সেখানে বলা হয় যে, বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে দেশে প্রচলিত বিধি-বিধান ও হিসাব মান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত হিসাবমান পালন করা হবে। নবম সশোধনী হয় ২৩ ধারায় নিরীক্ষা সম্বন্ধে। সেখানে বলা হয় যে, ব্যাংকের হিসাব নিরীক্ষার জন্য অন্তত ২ জন চাটার্ড একাউন্টেন্টকে নিযুক্তি দিতে হবে এবং তাদের করণীয় বলে দেওয়া হয়। এছাড়াও পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশ মানতেও তারা বাধ্য থাকেন। দশম সংশোধনী হয় ২৪ ধারার বিধান প্রসঙ্গে এবং সেখানে সরকারের কাছে এই আর্থিক প্রতিবেদন পেশের বাধ্যবাধকতা বাদ দেয়া হয়। একাদশ সংশোধনীটি হয় ২৭ ধারায়। তাতে বলা হয় যে, প্রবিধির দ্বারা নির্ধারিত শর্তে ব্যাংকের দায়িত্ব ও কার্যাবলী পালনের জন্য জনবল নিয়োগ করা হবে। দ্বাদশ সংশোধনীটি হয় ৩৪ ধারায় এবং সেখানে বলা হয় যে, সরকার ঋণগ্রহীতার পক্ষে পরিচালক নির্বাচনের বিধি প্রণয়ন করবে। এছাড়াও সংশোধনী হয় ৩৬ ধারায়। সেখানে পরিচালক পর্ষদকে আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

২০১২ সালের সংশোধনীটি ছিল ১৪ ধারায় নির্বাহী পরিচালক বিষয়ক। সেখানে বলা হয় যে, নির্বাহী পরিচালক নিয়োগের জন্য বাছাই কমিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান ৩/৫ জন সদস্য নিয়ে বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে নিযুক্ত করবেন। এবং বাছাই কমিটি ৩ জনের একটি প্যানেল সুপারিশ করবেন।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, বিভিন্ন সংশোধনের মাধ্যমে ব্যাংকের প্রধান পরিবর্তন আসে শেয়ারের হিস্যার বিষয়ে। সরকারের শেয়ার হয় ২৫ শতাংশ এবং ঋণ গ্রহীতাদের শেয়ার হয় ৭৫ শতাংশ। সেই অনুযায়ী সরকারি পরিচালকের সংখ্যা কমে হয় ৩ জন। যার মধ্য থেকে চেয়ারম্যান সরকার নিযুক্ত করবে। এবং ঋণগ্রহীতা/শেয়ার গ্রহীতারা তাদের প্রতিনিধি ৯ জনকে নির্বাচন করবেন। আর নির্বাহী পরিচালক হবেন পদাধিকারবলে ভোটাধিকার বর্জিত পরিচালনা পর্ষদ সদস্য। দ্বিতীয় পরিবর্তন ছিল নির্বাহী পরিচালকের নিযুক্তির বিষয়ে। এই অধিকার সরকারের স্থলে পরিচালনা পর্ষদে বর্তে। এবং তার নিযুক্তির প্রক্রিয়া বাছাই কমিটির মাধ্যমে ঠিক করা হয়। তবে তার অনুমোদন দেবার অধিকার থাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের। তৃতীয় পরিবর্তন হয় পরিশোধিত মূলধন বিষয়ে। সেইটি ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকায়ই বহুদিন স্থবির হয়ে থাকে। সর্বশেষ পরিবর্তন ২০১২ সালে হয় এবং সেখানে নির্বাহী পরিচালক নিযুক্তির জন্য বাছাই কমিটি গঠনের অধিকার দেয়া হয় চেয়ারম্যানকে, তবে তিনি পর্ষদের পরামর্শ নিতে বাধ্য থাকেন।